



127974 - চাকুরীজীবী নারী কভিবে ইদ্দত পালন করবনে

প্রশ্ন

একজন চাকুরীজীবী মুসলমি নারীর স্বামী মারা গছনে। সতে নারী এমন এক দেশে রয়ছনে যে দেশে কারো নকিটাত্মীয় মারা গলে তাকে তনিদনিরে বশে ছুটি দিয়ে না। এমন পরস্থিতিতে এ নারী কভিবে ইদ্দত পালন করবনে? কনেনা তনি যদি শরয়িত নরিদশেতি সময় ইদ্দত পালন করত যোন তাহলে চাকুরীচ্যুত হবে। এমতাবস্থায় জীবকি অর্জনরে স্বার্থে তনিকি দ্বীনি আবশ্যক বিষয় বর্জন করবনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

তার উপর আবশ্যক হলো শরয়িত নরিধারতি সময় ইদ্দত পালন করা এবং ইদ্দত পালনকালীন গোটো সময়ে তনি শরয়িত নরিদশেতি শোক পালন করবনে। দনিরে বলো তনি চাকুরীতে যেতে পারবনে। কনেনা এটি তার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াজনরে অন্তর্ভুক্ত। মৃত স্বামীর ইদ্দত পালনকারী নারীর জন্য তার প্রয়াজনে দনিরে বলোয় বরে হওয়া জায়যে মর্মে আলমেদরে প্রত্যক্ষ উক্তিরয়ছে। চাকুরী মানুষরে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াজনরে অন্তর্ভুক্ত। যদি রাত্রে বরে হওয়ার প্রয়াজন হয় তাহলে সটোও তার জন্য জায়যে হব; চাকুরী থেকে বরখাস্ত হওয়ার আশংকার মত জরুরী প্রকেষতি। চাকুরী থেকে বরখাস্ত হলে তাকে যে কষতরি মুখোমুখি হতে হব সটো অজানা নয়; যদি সে চাকুরীটির মুখাপকেষী হয়। আলমেগণ ইদ্দত পালনকালীন সময়ে স্বামীর বাড়ী থেকে বরে হওয়া জায়যে হওয়ার বশেকছি কারণ উল্লেখ করছনে। সে কারণগুলোর কোন কোনটি চাকুরীর জন্য বরে হওয়ার চয়ে তুচ্ছ। এ কষত্রে দললি হলো আল্লাহ্ তাআলার বাণী: “তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় কর”। [সূরা তাগাবুন, ৬৪: ১৬] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “যখন আমি তোমাদেরকে কোন নরিদশে প্রদান করি তখন তোমাদের সাধ্যে যেতটুকু আছে ততটুকু আদায় কর।” [হাদিসটি সর্বসম্মতক্রমে সহহি] আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞাণী। [ফাতাওয়া বনি বায (২২/২০১) সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞাণ।